30 DEC 1995

পৃষ্ঠা -৩- কলাম -৫

দৈনিক ইত্তেফাক

37

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের সীট বন্টনে অব্যবস্থার অভিযোগ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলগুলিতে সীট সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। গত ২৮শে অক্টোবর প্রথমবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস শুরুর পর এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ভর্তিকৃত ৫৭০ জনের মধ্যে শুধু ৫০/৬০ জনের সীট মিলিয়াছে। বাকী ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে হলের ডাইনিংরুম, টিভিরুম, কমনরুম কিংবা পরিত্যক্ত রুমে হল কর্তৃপক্ষ কোন রকম মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাহাও আবার লটারির ভিত্তিতে। এক বেড বা টেবিলে দুইজন করিয়া অবস্থান করতে বাধ্য হয়। যাহা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম। উল্লেখ্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় ক্লাস

(১৪শ পৃঃ দ্রঃ)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

শুরুর প্রথম হইতেই পড়ার টেবিল প্রয়োজন। কিন্তু প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ার টেবিল পায় পাই।

৯টি আবাসিক হলে মোট ৩ হাজার ১ শত ৭৬টি সিট আছে। বর্তমানে এমএসসিসহ ১০টি সেশনে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ হাজার ২ শত ৫৬ জন। অর্থাৎ হিশাব অনুযায়ী ১০৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সীট নাই। সেশন জট না থাকিলে এমএসসিসহ ৫টি সেশনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হইত ২ হাজার ৩ শত ৮৯ জন। সেশন জট মুক্ত পরিবেশে হলগুলিতে ৭৯৭টি সীট বেশী থাকিত। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীট সমস্যার জন্য সেশনজটই দায়ী। ছাত্রীদের একমাত্র সুলতানা রাজিয়া হলে সীট সমস্যা সবচেয়ে বেশী।

এখন আবাসিক হলগুলিতে ছাত্র সংগঠনই সীটের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কেউ সীটের সমস্যা নিয়া হল কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হইলে কর্তৃপক্ষ ছাত্রনেতাদের সহিত যোগাযোগ করিতে বলেন। ফলে সীটের উপরও রাজনীতির প্রভাব খাটান হইতেছে। সীট ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের একজন করিয়া ছাত্রনেতা দায়িত্বে থাকেন। এই কারণে প্রথম বর্ষের ছাত্র/ছাত্রীদের সীট দিয়া দল ভারী করার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

গত ৫ বছরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ বার সংঘর্ষের মধ্যে ১৯ বার সংঘর্ষ ঘটে শুধু সীট দখলকে কেন্দ্র করিয়া। ইহাতে কয়েক দফায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে এবং অনেক ক্ষতি হয়।

বর্তমানে ছাত্রশিবিরের সহিত অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সীট লইয়া চাপা উত্তেজনা চলিতেছে। যে কোন মুহূর্তে এই উত্তেজনা সংঘর্ষে রূপান্তরিত হইতে পারে।